ঐতিহ্যবাহী ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

জি এম এনায়েত আলী

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত পাবলিক স্কুলের আদলে ১৯৬০ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের নিকট বিদ্যালয়ের দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বোর্ড অব গভর্নরস নিযুক্ত করা হয় এবং এটি স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা পায়। ১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কিন্তু এর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হয় এবং বিদ্যালয়টিকে এ সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। মোহাম্মদপুর ও শেরে বাংলা নগরের মাঝে মিরপুর সড়কের পাশে ৫০ একর জমির উপর এর স্থান নির্বাচন করে বিদ্যালয়ের ইমারত, খেলার মাঠ, ছাত্রদের হাউস (ছাত্রাবাস), প্রশাসনিক ভবন, শিশুপার্ক, জিমনেশিয়াম, মসজিদ, মিলনায়তন, প্রিন্সিপ্যাল, ভাইস প্রিন্সিপ্যাল, অধ্যাপক ও বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাসস্থান তৈরির কাজ পর্যায়ক্রমে হাতে নেয়া হয় যা এখনো চলছে। বর্তমানেও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। রাজধানীর শিক্ষাঙ্গনের ক্রমবর্ধমান ভর্তি সংকট নিরসনে ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিফট চালু করা হয় যা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ দিবা শাখা নামে পরিচিত। প্রতি শিফটে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর রয়েছে। দিবা শাখা সার্বিক কার্যক্রম প্রভাতী শাখার অনুরূপ। শুধুমাত্র শিক্ষক, ছাত্র এবং শিক্ষাদানের সময় পরিবর্তিত। মাত্র নয় বছরের এই শিশু শাখাটি সমান তালে, সমান গতিতে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে এই শাখার ছাত্রসংখ্যা প্রভাতী শাখার চেয়ে বেশি। দিবা শাখার ছাত্র-শিক্ষক সম্পূর্ণ অনাবাসিক। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ শাখা নামে একটি সোনালী ব্যাংক আছে। এর সম্মুখ ভাগ রয়েছে মিরপুর সড়কে। কলেজের যাবতীয় লেনদেন এই ব্যাংকের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। কলেজ ক্যাম্পাসে আছে একটি কেন্দ্রীয় মসজিদ। তাতে এক সাথে প্রায় এক হাজার জন নামাজ আদায় করতে পারে। তাছাড়া প্রতিটি ছাত্রাবাসে, শিক্ষা ভবনে এবং প্রশাসনিক ভবনে নামাজের ব্যবস্থা আছে। এ আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ছোটদের দু'টি এবং বড়দের তিনটি মোট পাঁচটি পূর্ণাঙ্গ ছাত্রাবাস আছে। ছাত্রাবাসগুলো হলো : লালন শাহ হাউস, নজরুল ইসলাম হাউস, জয়নুল আবেদীন হাউস, কুদরত-ই-খুদা হাউস ও ফজলুল হক হাউস। প্রত্যেক হাউসে রয়েছে একটি করে ডাইনিং হল, একটি কমন রুম, একটি ছোট লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন সুবিধা। এছাড়া ছাত্রবাসগুলোকে ঘিরে রয়েছে মনোরম বৃক্ষ শোভিত উদ্যান। আনন্দ উল্লাসের মাধ্যমে জাতীয় দিবসসহ অন্যান্য বিশেষ দিবস পালন করা হয়। হাউসগুলোতে সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সুষম খাদ্য, খাবার পানি ও খাবারের বিশুদ্ধতা প্রতিদিন পরীক্ষা করা হয়। কলেজের প্রাণকেন্দ্রে, প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন রয়েছে একটি সুদৃশ্য আধুনিক মিলনায়তন। দ্বিতল বিশিষ্ট এই মিলনায়তনের আসন সংখ্যা ১২০০। মঞ্চ প্রতিযোগিতা, মঞ্চ নাটক, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করবার সুব্যবস্থা ও সকল সুবিধা রয়েছে এই মিলনায়তনে। বছরের প্রথমেই সাংস্কৃতিক সপ্তাহের মাধ্যমে বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া সারা বছর ধরেই প্রভাতী ও দিবা শাখায় সপ্তাহের বুধবার ও বৃহস্পতিবারকে প্রতিভা বিকাশের সহায়ক কার্যক্রম (বিতর্ক, সাধারণ জ্ঞান, সঙ্গীত ইত্যাদি) প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কলেজ ক্যাম্পাসে বড় দু'টি পূর্ণাঙ্গ মাঠ সহ অসংখ্য মাঠ আছে। দু'টি বাস্কেট বল গ্রাউন্ড আছে যাতে খেলা যায় লন টেনিস। খেলাধুলার মধ্যে ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হকি, ক্রিকেট, বার্ষিক ক্রীড়া হাউসের ছাত্ররা প্রতিদিন বিকালে এক ঘণ্টা কাল

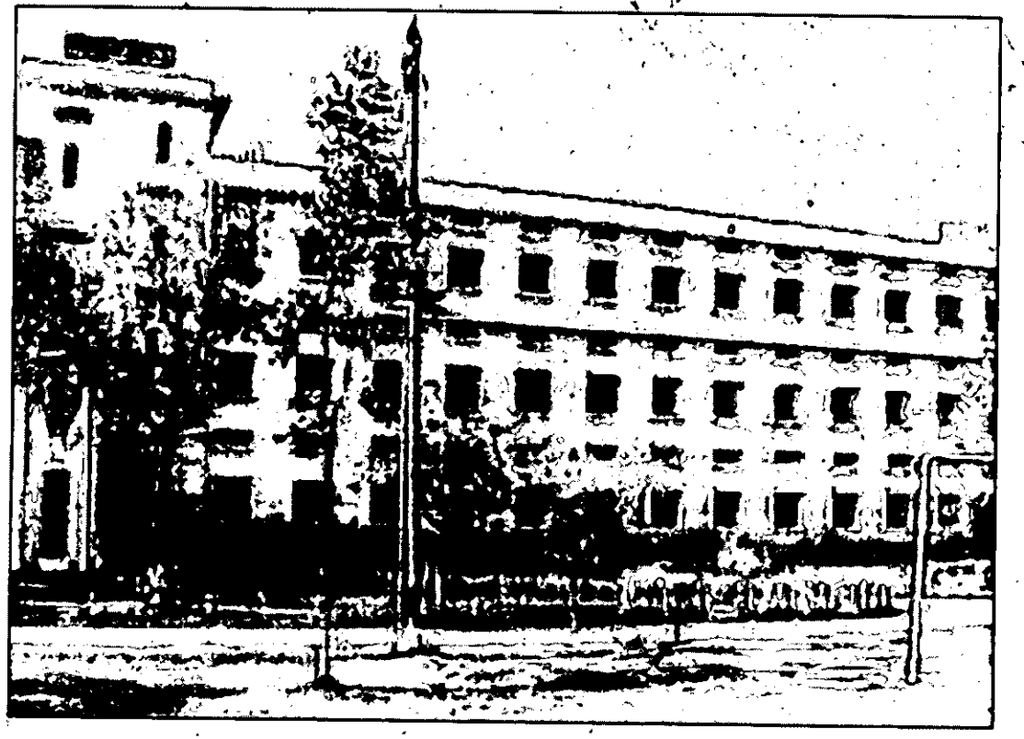

খেলা করে। এখানকার ফুদে বাসিন্দাদের নানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে ঘুম আসে আর পাক-পাখালির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙ্গে। সৌন্দর্যপ্রিয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের মনের সজীবতায় প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষাভবন, হাউসগুলোতে রয়েছে সুসজ্জিত কারুকার্য ও সামনের প্রাঙ্গণ সুরভিত ফুলের বাগান।

গত ৩৮ বছরের মাধ্যমিক ও ৩৩ বছরের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের খতিয়ান নিম্নরূপ :

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০% পাস করে ১৯৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৮, ৮০, ৮৪, ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০২ সালে। ৯৯% পাস করে ১৯৮৩, ৮৫, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, সালে। ৯০-৯৮% পাস করে ১৯৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮২, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯৪ সালে। ৯০% এর নিচে পাস করে ১৯৭৪, ৭৫, ৮১ সালে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০% পাস করে ১৯৬৯, ৭০, ৭১, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৯৯ সালে। ৯৫-৯৯% পাস করে ১৯৭৩, ৭৪, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ২০০০, ২০০১, ২০০২ সালে এবং ৯৫% এর নিচে পাস করে ১৯৭৫, ৭৬, ৮২ সালে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় প্রতি বছরই দু-চারজন মেধা তালিকায় স্থান পায়।

কলেজ গ্রন্থাগারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্র-পত্রিকাসহ প্রায় বিশ হাজার বই রয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মচারী সবার জন্য উন্মুক্ত এ লাইব্রেরী। প্রভাতী ও দিবা শাখার ছাত্ররা নিয়মিত ব্যবহার করে এই লাইব্রেরী। ছাত্রদের বই, খাতা, পেন্সিল, সিলেবাস, ডাইরী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেয়ার জন্য রয়েছে একটি টেক্সটবুক স্টোর।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ রাজনীতি মুক্ত, সুশৃঙ্খল, নিয়মানুগত একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ। কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এখানকার ছাত্ররা সহজেই সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের সার্বিক চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক অবয়ব সর্বক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় সুস্পষ্ট। অন্যদিকে গতানুগতিক দলীয় রাজনীতির সংস্রব থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন ও সৃজনশীল কর্মে ছাত্রদের প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে দিবা শাখা ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর একটি অস্থায়ী বিজ্ঞান ক্লাব গঠন করে। পরবর্তীতে অধ্যক্ষের নির্দেশ ও অনুপ্রেরণায় ১৭ জুলাই ২০০২ ইং তারিখে কলেজ অডিটোরিয়ামে দিবা শাখা বিজ্ঞান ক্লাবের প্রথম মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর কলেজের প্রভাতী ও দিবা শাখার সমন্বয়ে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০২ ইং তারিখ কলেজ ভবন-১ এ বিজ্ঞান মেলা প্রদর্শিত হয়। মানুষের একান্ত আপন অস্তিত্বের সুকুমার ও সংবেদনশীল অংশের অপর নাম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মহত্তম ও সুন্দরতম মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হয়। আমাদের ছাত্রদের মাঝে সেই সংস্কৃতি চেতনা উজ্জীবিত করার মহান উদ্দেশ্যে প্রতি বছর পালন করা হয় কলেজ প্রাঙ্গণের বটমূলে একুশের অনুষ্ঠান, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। বছরে পালিত হয় সংস্কৃতি সপ্তাহ, চারুকারু প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় মঞ্চ প্রতিযোগিতা, তার বিষয়বস্তুর মধ্যে বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, কৌতুক, গান, নৃত্যসহ আরো অনেক কিছু। ছাত্রদের চিকিৎসা সেবার জন্য কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল আছে। একজন অভিজ্ঞ এম বিবিএস ডাক্তার এবং অভিজ্ঞ ফার্মাসিষ্টসহ চার/পাঁচ জন চিকিৎসা সেবায় সর্বদা নিয়োজিত। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন তাঁর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ তরুণ শিক্ষার্থীদের মনন, জীবন জিজ্ঞাসা, আবেগ, আকুতি, কল্পনা, সৃষ্টিশীল ব্যঞ্জনার মূর্ত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভার বিকাশ এবং ছাত্রদের মূল্যবোধ ও পরিশীলিত শিল্প সাহিত্যের জ্ঞানপীঠ এই প্রতিষ্ঠান। চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষা, খেলাধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, জীবনবোধ, পরনির্ভরশীল না হওয়া, শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ, লাইব্রেরি ওয়ার্ক, সর্বোপরি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ এ কলেজের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার সামগ্রিকতার নিরিখে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বদা সমুজ্জ্বল।

প্রিন্সিপ্যাল কর্ণেল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন

দৈনিক ভোরের কাগজ

তারিখ ... 3 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ৪০ ...